বিচারপতির নিরপেক্ষতা

কাহিনীটি পড়েছিলাম শৈশবে। আমার বাবা বাংলা একাডেমির বই মেলা থেকে সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি শিশুতোষ বই কিনে দিয়েছিলেন। সোনারগাঁও তখন বাংলার মূল কেন্দ্র। সেসময় বাংলার শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন।

একদিন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তীর-ধনুক নিয়ে বের হয়েছেন পাখি শিকার করতে। কোন একটি পাখির দিকে তাক করে তিনি তীর ছুড়লেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য। তীর দিকভ্রষ্ট হয়ে বিধল এক বালকের বুকে। বালকটি সেখানেই মারা গেল।

বালকটির মা এক বিধবা। তিনি উপায়ান্তর না দেখে কাজী'র কাছে গেলেন বিচার চাইতে। কাজী তার সব কথা শুনে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ'র প্রতি সমন জারি করলেন।

সমন পেয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এক সাধারণ নাগরিকের বেশে আদালতে উপস্থিত হলেন।

কাজী দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় দিলেন। রায় হলঃ বিধবা'র ছেলেকে দুর্ঘটনাবশতঃ হত্যা করার দায়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিধবাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ রায় মেনে নিলেন।

আদালত থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে কাজী উঠে দাঁড়িয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ'কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "জাহাপনা, আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ কাজী'র কথা শুনে নিজের তরবারি খাপ থেকে বের করে বললেন, "আপনি যদি আজ আমার বিরুদ্ধে রায় না দিতেন, তাহলে এই তরবারি দিয়ে আমি আপনার মাথা কেটে ফেলতাম।"

কাজী তৎক্ষণাৎ তার চেয়ারের নীচ থেকে একটি বেত বের করে বললেন, "আর আপনি যদি আমার রায় না মানতেন, তাহলে আপনাকে আমি এই বেত দিয়ে পেটাতাম।"

এই ঘটনাটি নাকি ঘটেছিল এই বাংলাদেশেই!

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
জুন ২৫, ২০১৬

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট